

নতুনদের জন্য একদম শুরু থেকে
অনলাইনে আয় গাইডলাইন।

পর্ব-০৪

বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া
হয়েছে। কোন রূপ এডিট কিংবা বিক্রয় সম্পূর্ণ
নিষিদ্ধ।

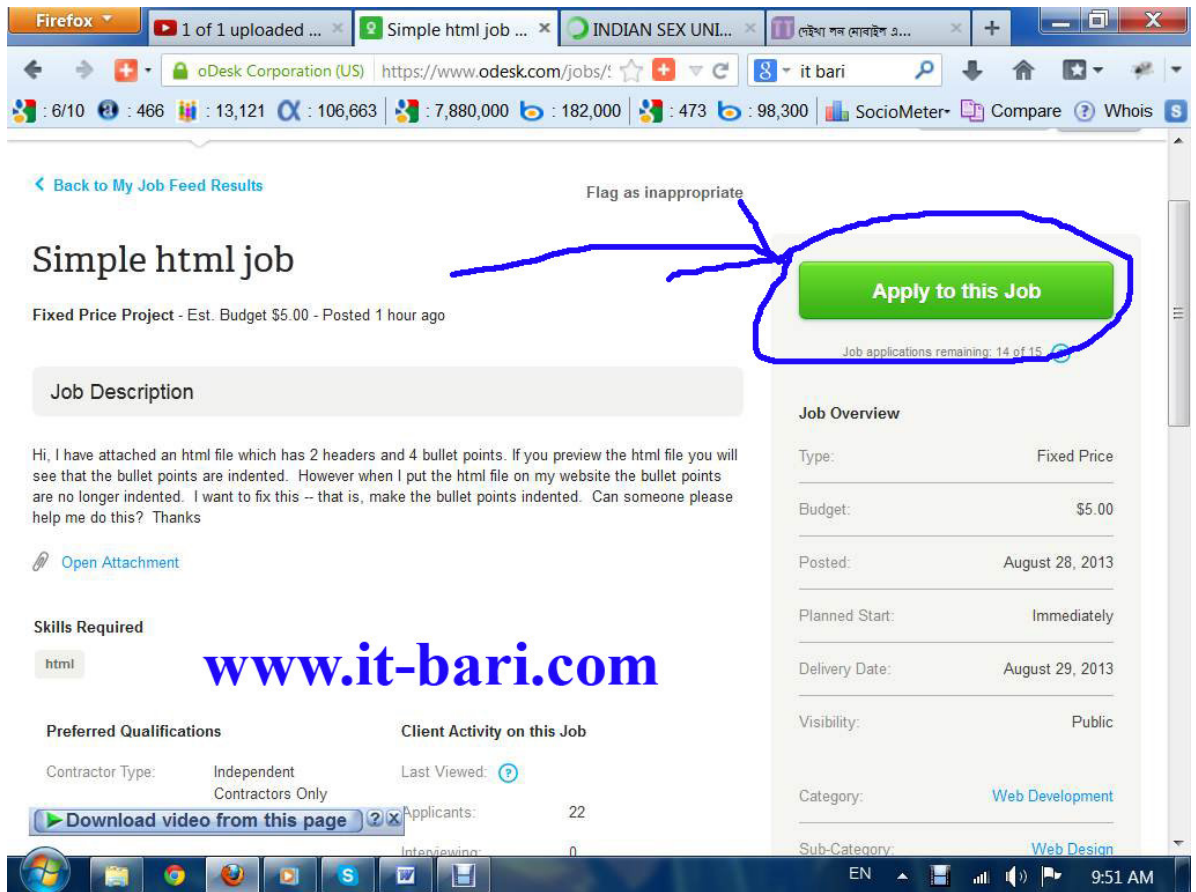
সূচনা ঃ

এর আগের তিনটি খন্ডে ফ্রীল্যান্সিং এর বেসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, কোথায় কাজ পাবেন, কি কাজ পাবেন এবং খুটিনাটি ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যারা এই খন্ড প্রথম দেখছেন অবশ্যই আমাদের সাইট থেকে আগের পাঁচটি তিনটি দেখে নিন। আজকের পার্টে থাকছে কিভাবে কাজে বিড করবেন, কাজ পাবেন কিভাবে, টাকা কিভাবে পাবেন।

কিভাবে বিড করবেন??

আগেই বলেছি, ফ্রীল্যান্সিং করতে গেলে আপনাদের আগে বিভিন্ন ফ্রীল্যান্সিং সাইট যেমন- odesk.com, freelancer.com ইত্যাদিতে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং অ্যাকাউন্ট খোলার পর আপনার প্রোফাইল ১০০ ভাগ পূর্ণ করতে হবে। তারপর আপনার বিড করার পালা শুরু হবে। বিড করা কি সেটা আগেই বলেছি, বিড করার অর্থ হল কাজের জন্য আবেদন করা। ব্রাউজ ওয়ার্ক এ গেলেই আপনি কাজের তালিকা দেখতে পাবেন, সেখান থেকে আপনার পছন্দ মত আপনি যেই যেই কাজ পারেন সেই সব কাজ বেছে নিবেন এবং সেই কাজটি করার জন্য আপনাকে আগে বিড করতে হবে মানে কাজটি আপনি করতে পারবেন কিনা তার জন্য ক্লাইন্ট এর কাছে আবেদন করতে হবে। এরপর ক্লাইন্ট আপনাকে যদি সিলেক্ট করে তাহলে আপনি কাজটি করতে পারবেন। তো চলুন দেখে নেই কিভাবে কাজের জন্য বিড করতে পারবেন। আগেই বলে রাখি, ওডেস্কে আপনি ১০০ ভাগ পূর্ণ প্রোফাইল নিয়ে প্রতি সপ্তাহে ১৫ টি বিড করতে পারবেন, আর ফ্রিল্যান্সার এ আপনি প্রতি মাসে ৬০ টি বিড করতে পারবেন, ইল্যান্স এ পারবেন ৪৮

টি বিড করতে প্রতি মাসে। আমি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ফ্রীল্যান্সার.কম এবং ইল্যান্স এ কাজ করি না, তাই এদের এই বিড করার সংখ্যাটা একটু এদিক ওদিক হতে পারে। অবশ্য আপনার কয়টা বিড বাকি আছে তা আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে লগিন করলেই দেখতে পারবেন। কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখি কিভাবে কাজে বিড করবেন। প্রথমে আপনার অ্যাকাউন্টে লগইন করুন, এরপর ফাইন্ড ওয়ার্ক এ ক্লিক করুন, এবং যে কোন একটি কাজের নামের উপর ক্লিক করুন, এরপর Apply To This Job এ ক্লিক করুন।



তারপর আপনার সামনে বিড করার কভার লেটার লেখার জন্য পেইজ আসবে। একদম নতুনরা হয়ত জানেন না কভার লেটার কি? কভার লেটার হল আপনি যে, কাজের জন্য বিড করছেন এর

জন্য কিছু একটা লিখে ক্লাইন্ট এর কাছে আবেদন করতে হবে, আপনি যে কথাটা ক্লাইন্টকে লিখে জানাবেন সেটাই হল কভার লেটার। বিড করার সময় আপনি কত ডলারের বিনিময়ে কাজ করবেন সেটা দিয়ে দিতে হবে। ঘণ্টা হিসেবে হলে প্রতি ঘণ্টা কত রেটে কাজ করবেন সেটা দিবেন, আর যদি ফিক্সড প্রাইজের কাজ হয় তাহলে মোট কত ডলারের বিনিময়ে কাজ করবেন সেটা দিবেন। অবশ্য এ নিয়ে আগের পার্টেই আলোচনা করা হয়েছে।

Firefox 1 of 1 uploaded ... Apply to Job INDIAN SEX UNI... দেইখা পল মোবাইল এ...

oDesk Corporation (US) https://www.odesk.com/job/2 it bari

6/10 : 466 : 13,121 : 106,663 : 7,880,000 : 182,000 : 473 : 98,300 SocioMeter- Compare Whois

Apply to Job

Job Posting

Simple html job

Hi, I have attached an html file which has 2 headers and 4 bullet points. If you preview the html file you will see that the bullet points are indented. However when I put the html file on my website the bullet points are no longer indented. I want ... [more](#)

[View job posting](#)

Apply as

☐ as an independent contractor

☐ as an agency contractor under IT Bari

Propose Terms

Propose a fixed-price bid

Paid to Agency:	\$ 0.00
+ 10 % oDesk Fee:	\$ 0.00
Charged to Client:	\$ 0.00

NOTE: The client's budget is \$5.00 US Dollars.

Upfront Payment
(optional)

%

[Limit your risk by requesting an upfront payment. Learn more](#)

Waiting for secure.adnxs.com...

EN 9:51 AM

উপরের ছবিতে আপনারা Up front payment দেখতে পাচ্ছেন, এটা শুধু মাত্র ফিক্সড প্রাইজ কাজের জন্য হয়ে থাকে। এখানে আপনি আপনার কাজের একটা নির্দিষ্ট % আগে থাকতেই দাবী করতে পারেন, মানে আপনার ক্লাইন্ট যদি আপনাকে কাজটি দেয় তাহলে আপনাকে আগে অত ভাগ ডলার পে করে দিতে হবে। কাজে বুঝতেই তো পারছেন যদি এই upfront payment ১ %

এর বেশি দেন তাহলে কাজ না পাওয়ার সম্ভাবনাই কম। এর পর নিচে যে বড় ঘরটা থাকবে সেখানে কভার লেটার লিখতে হবে।

The screenshot shows the oDesk job application form for 'Apply to Job'. The browser is Firefox. The URL is 'https://www.odesk.com/job/2'. The page has a blue header with 'www.it-bari.com' in large blue text. The form includes fields for 'Upfront Payment (optional)', 'Estimated Duration', and 'Cover Letter'. The 'Cover Letter' field is a large text area with a blue arrow pointing to it. Below it is the 'Attachment (optional)' section with a 'Browse...' button circled in blue. At the bottom, there is an 'Agree to Terms' checkbox and an 'Apply to this Job' button. A 'Snapshot Taken' notification is visible in the bottom right corner.

নতুনদের জন্য ভাল মানের কভার লেটার লেখাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এখানে আপনি কি লিখবেন এর উপরই কিন্তু আপনি কাজ পাবেন নাকি পাবেন না এটা নির্ভর করে। কাজেই ভাল মানের এবং টেকনিক্যালি কভার লেটার লেখাটা অতি জরুরি।

কাজেই শুধুমাত্র নতুনদের জন্য কভার লেটার লেখার কিছু ট্রিক দিলাম।

কভার লেটার লিখার কিছু টিপস ঃ

১. কভার লেটার ছোট করুন

২. কভার লেটারে শুধুমাত্র ক্লাইন্টের কাজ রিলেটেড কথাই লিখুন।
৩. ফালতু বা আজাইরা কোন কথা লিখবেন না
৪. এমন ভাব করবেন না যেন কাজটা না পেলেই নয়
৫. স্বাভাবিকভাবে লিখুন যেমনটি আপনি কারও কাছে আবেদন করছেন, তবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অযথা একে বড় করার কোন প্রয়োজন নেই।
৬. অনেক সময় দেখবেন ক্লাইন্ট এর পুরো কাজের বর্ণনা আপনি পড়েছেন কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য ক্লাইন্ট আপনাকে আপনার বিডের প্রথমে কোন কিছু লিখে দিতে বলতে পারে, সেটা খেয়াল করুন
৭. কখনই ক্লাইন্ট এর পুরো বর্ণনা না পরে বিড করবেন না।
৮. বিড করার সময় কোন রূপ তাড়াহুড়া করবেন না, সব সময় মাথায় রাখবেন যে, যদি ২ মিনিট সময় বেশি নিয়েও বিড করে যদি কাজটি পেয়ে যান তাহলে সেটা আপনার লাইফ কেই চেঞ্জ করে দিতে পারে
৯. বিড করার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, এই কাজটি কি ধরনের হতে পারে এবং কি কথা লিখলে ক্লাইন্ট বিশ্বাস করবে যে আপনি কাজটি করতে পারবেন, আর এই কথাটা আপনাকে দুই এক লাইনে ক্লাইন্টকে বুঝিয়ে দিতে হবে আর এই জন্য যথেষ্ট চিন্তা করে নিন

১০. সবার শেষ এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ট্রিক তা হচ্ছে, ক্লাইন্টকে বিড করার সাথে সেই কাজের রিলেটেড কোন attachment জুড়ে দিন। এই জন্য আপনাকে আগে থাকতেই microsoft word বা excel এ আপনি যেই ধরনের কাজ করেন সেই ধরনের কাজের একটি নমুনা বানিয়ে রাখুন, ঐ একই নমুনা ঐ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে বিড করার সময় সাবমিট করুন। দেখবেন সফলতা পাবেনই ইনশাআল্লাহ্। আর হ্যাঁ, বিড করার সময় খেয়াল রাখুন, ঐ ক্লাইন্ট এর জায়গায় যদি আপনি থাকতেন তাহলে কাকে কাজ দিতেন, বিডে কি লিখলে আপনি কাজ

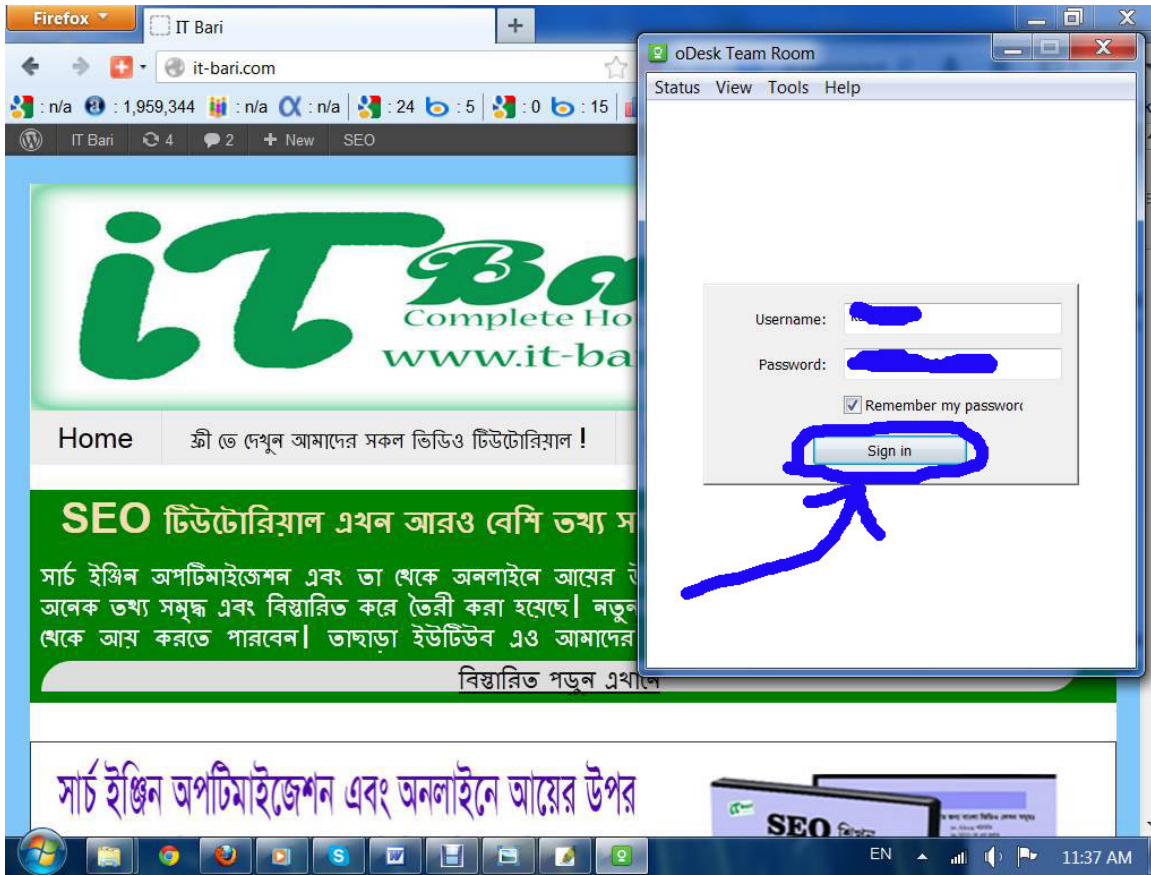
দিতেন। ঠিক তাই লিখুন। এক্ষেত্রে আপনিই আপনার বড় বন্ধু এবং গাইড। পারলে শুধু লিখে দিন, আমি এই কাজ পারি এই দেখুন প্রমান, (সাথে আপনার কাজের একটি নমুনা যোগ করে দিন।) তারপর দেখুন কাজ হয় কিনা ??

এই তো গেল কভার লেটার লিখার কাহিনি এখন কাজটি পেলাম কিনা কিভাবে বুঝবেন ??

আসলে প্রায় সব ক্লাইন্টই কাজ আপনাকে দেয়ার আগে আপনার সাথে মেসেজে কথা বলবে। ভয় পাবার কিছুই নাই, কোন কাজে বিড় করার পর যদি ক্লাইন্ট আপনাকে মেসেজ পাঠায় তাহলে আপনি ওডেস্কে লগইন করার পরই আপনার ক্লাইন্টের মেসেজ দেখতে পাবেন। এই জন্য চেষ্টা করবেন যথাসম্ভব খোজখবর রাখার জন্য। আর ক্লাইন্ট যদি একবার মেসেজ পাঠায় তখন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবেন। তা না হলে কাজ নাও পেতে পারেন। মেসেজে ক্লাইন্ট আপনাকে হয়ত কোন কিছু করে দিতে বলবে এটা বোঝার জন্য যে, আপনি কাজটি পারেন কিনা। ক্লাইন্টের এই টেস্টে যদি পাশ করেন তাহলে কাজটি পেয়ে যাবেন। আর কোন কন্ট্রাক্ট আপনি পেলে আপনার অ্যাকাউন্টে এর নোটিফিকেশান পাবেন, সাথে সাথে ই-মেইল এও এর আপডেট পাবেন। আসলে ব্যাপারটা এত জটিল না, শুধু শুনতেই জটিল মনে হয়, আসলে যখন এটা করবেন তখন আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন। শুধু মনে সাহস রাখুন। মনে রাখবেন, অনলাইনে আয়ে সবচেয়ে বড় যে বাধা থাকে সেটা হল, আপনার হতাশা, তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাওয়ার তুমুল ইচ্ছা এবং একটু হোচট খেলেই হাল ছেড়ে দেয়া। এই জিনিসগুলো অতিক্রম করতে পারলেই আপনি সফল হতে পারবেন। আর ইয়া অবশ্যই শ্রষ্টার উপর ভরসা রাখবেন কারন অনলাইনে প্রথম কাজ পেতে অনেকেটা কপালও কিন্তু লাগে। তবে ট্রিক কিন্তু থাকতেই হবে। চেষ্টা করলেই ভাগ্য বদলানো সম্ভব।

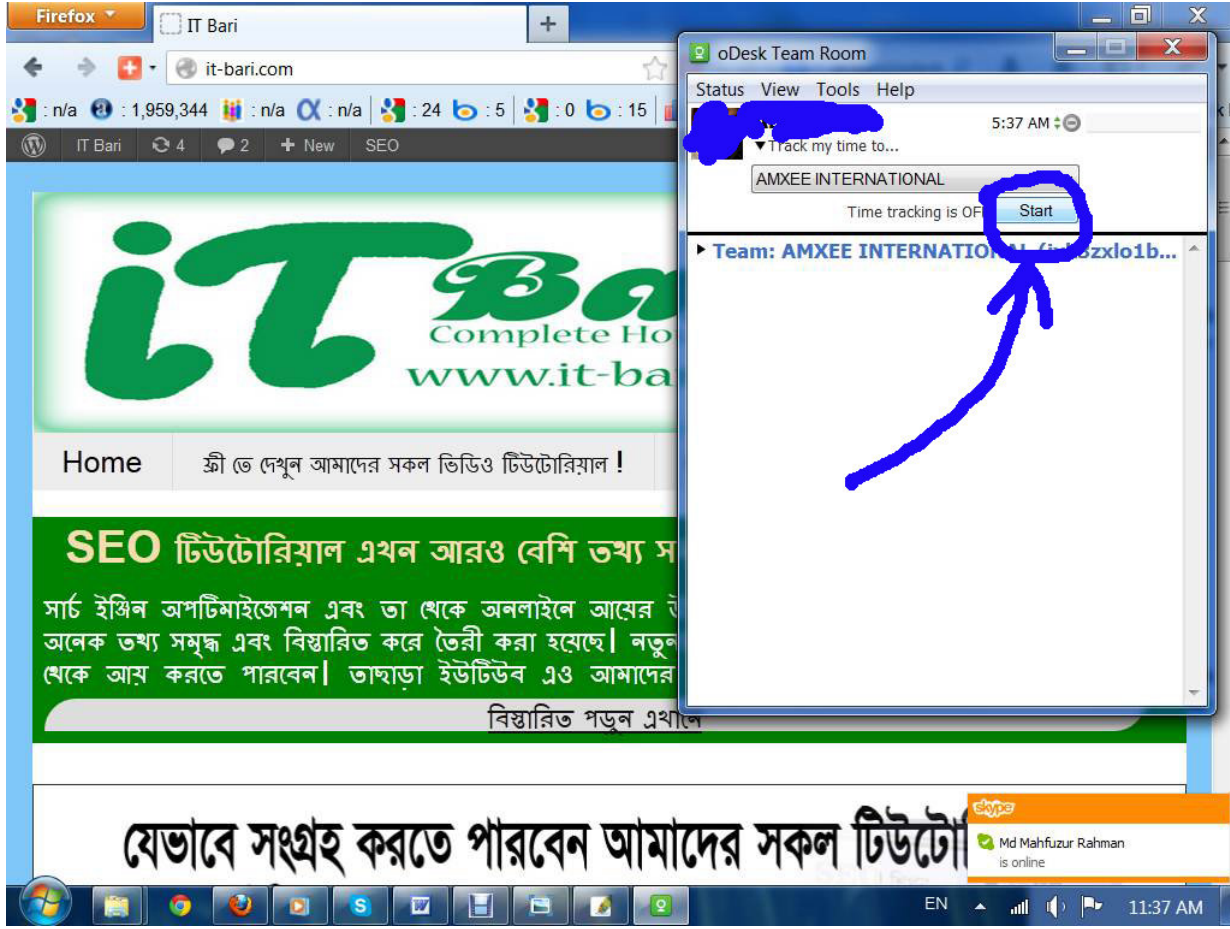
কিছু অতিরিক্ত তথ্যঃ

অনেকেই হয়ত মনে মনে প্রশ্ন করছেন, কাজটা যে করব সেটা কিভাবে হবে, আসলে এটা কোন কঠিন ব্যাপারই না, ক্লাইন্ট আপনাকে বলে দিবে আপনাকে কি করতে হবে এবং তার জন্য যা যা লাগবে তাও তিনি দিয়ে দিবেন, আপনার শুধু দরকার হবে ঐ কাজ রিলেটেড সফটওয়্যার, এবং কাজটি কিভাবে করবেন সেটা জানা। ব্যাস এই ভাবে কাজ করবেন, আর ক্লাইন্ট শেষে যেটা চান মানে কাজের যেই ডকুমেন্টস চান সেটা দিয়ে দিবেন। আর কাজটা যদি ঘণ্টা হিসেবে হয় তাহলে ওডেস্ক থেকে টাইম ট্র্যাকার নামে একটা সফটওয়্যার আছে, সেটা ডাউনলোড করে ওপেন করবেন, তারপর লগিন করবেন।



তারপর আপনি টাইম ট্র্যাকিং এ স্টার্ট এ ক্লিক করলেই আপনার টাইম গণনা শুরু হয়ে যাবে, তবে আপনার কিন্তু এখানে ফাকি দেয়ার কোন সুযোগ নেই, কারন এই সফটওয়্যার চালু করলে ৫,১০,১১,১৩ মিনিট ইত্যাদি অনিদিষ্ট সময় পর পর আপনার কম্পিউটারের স্ক্রিন

এর ছবি উঠবে, যেটা ক্লাইন্ট দেখতে পাবেন, ফলে আপনি যদি ক্লাইন্ট এর কাজ না করে শুধু সময় পার করার জন্য অন্য কিছু করেন তাহলে ধরা খেয়ে যাবেন। তাই সতর্ক হন।



এভাবে কাজ করার পর আপনি যত ঘণ্টা কাজ করবেন তা আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে দেখতে পাবেন। এবং এই সপ্তাহের কাজের বিল আপনি আগামী সপ্তাহে পাবেন। এইভাবে একটি কাজ শেষ হলে ক্লাইন্ট আপনাকে একটি ফিডব্যাক দিবে, এবং আপনারও ক্লাইন্টকে একটি ফিডব্যাক দিতে হবে। এই ভাবে একটি কাজ সম্পূর্ণ হবে।

টাকা তুলবেন যেভাবে ঃ

এই ভাবে অ্যাকাউন্টে ডলার জমা হলে আপনি টাকা তুলতে পারবেন। আসলে ইচ্ছা ছিল টাকা তোলায় পুরো প্রসেস টা আপনাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল এর মাধ্যমে দেখানোর জন্য কিন্তু এতে সিকিউরিটির চরম ঝুঁকি থাকার জন্য লিখেই দিতে হচ্ছে। ওডেস্কে টাকা তোলায় কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই, আপনি ৮ ডলারও তুলতে পারবেন, কিন্তু ৫০ ডলার এর নিচে যদি টাকা তুলেন তাহলে মনে হয় তেমন একটা সুবিধা হবে না, কারন প্রথম অবস্থায় আপনার কিছু ডলার চার্জ হিসেবে কাটা যাবে। আসল কথায় আসি, আপনি মানি বুকারস (Skrill) এর মাধ্যমে টাকা তুলতে পারবেন। কিন্তু প্রতি ট্রানজেকশান এ আপনার ১ ডলার করে চার্জ কাটা যাবে। এর জন্য আপনাকে www.moneybookers.com এ গিয়ে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এর নাম দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, এবং অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেলে, Add a Bank Account এ গিয়ে আপনার ব্যাংক এর ইনফরমেশন দিতে হবে। সব তথ্য ঠিকঠাক মত দিবেন। সব ঠিকঠাক থাকলে ৩ দিনের মধ্যে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইড হয়ে যাবে, এর পর আপনার ওডেস্কের ডলার আপনি Moneybookers মানে Skrill এর মাধ্যমে Withdraw করবেন। ফলে এই ডলার আপনার ওডেস্ক থেকে Moneybookers এ চলে যাবে। এরপর আপনি মানি বুকারস এর অ্যাকাউন্টে ডলার দেখতে পাবেন। এই ডলার এখন আপনি সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তুলতে পারবেন। টাকা আসতে দুই থেকে তিন দিন লাগতে পারে।

সরাসরি ওডেস্ক এর টাকা ডাচ বাংলা ব্যাংক এর মোবাইল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঃ

আপনি চাইলে ওডেস্ক থেকে সরাসরি আপনার ডাচ বাংলা ব্যাংক
মোবাইল ব্যাংক এর অ্যাকাউন্টেও টাকা তুলতে পারেন। এটা কিভাবে
করবেন তা আমার সাইটে দেয়া আছে, আর লিখতে ইচ্ছে করছে না,
সরাসরি আমার সাইট থেকে দেখে নিন -

লিংক- <http://it-bari.com/?p=93>

এছাড়াও আপনি এখন যে কোন অনলাইন ব্যাংক থেকে সরাসরি

আপনার টাকা তুলতে পারবেন। বিস্তারিত এর জন্য আমাদের সাইট
ভিজিট করুন।

এইভাবেই হয়ে থাকে পুরো প্রসেস। তবে টাকা আসতে ৩-
৭ দিনও লাগতে পারে।

আপনি কি অনলাইনে আয়

করতে আগ্রহী?

“বুঝতে পারছেন না কিভাবে কি করবেন এবং
কোথা থেকে শুরু করবেন?”

তাহলে নিচের আটিকেলটি পড়ুন। এটি আপনার
জন্যই !

www.purepdfbook.com

নতুনরা অনলাইনে আয় করুন সঠিক উপায়ে !

তরুণরা পড়াশুনা এবং দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ফ্রীল্যান্সিং করে অনলাইনে থেকে আয় করতে পারেন। কোন প্রকার ইনভেস্টমেন্ট এর প্রয়োজন নেই। শুধু জানা দরকার কাজ। ফ্রীল্যান্সিং এ নতুনদের জন্য সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ এবং সহজ উপায় হল **Search Engine Optimization** এর কাজ শেখা। এটি শিখতে কম সময় লাগে এবং সহজ। একটু চেষ্টা করলে আপনিও করতে পারেন ফ্রীল্যান্সিং। যা থেকে মাসে ১০০-৫০০০ ডলার আয় করা সম্ভব। দশ হাজার টাকা সমমূল্যের প্রাতিষ্ঠানিক এসইও এর কোর্স এখন ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার মাধ্যমে ঘরে বসেই শেখা সম্ভব। সেই জন্যই আইটি বাড়ি আপনাদের পূর্ণাঙ্গরূপে এসইও শেখা এবং অনলাইনে আয়ের গাইডলাইন টিউটোরিয়াল দিচ্ছে মাত্র ৪০০ টাকায়! এটি দেখে সম্পূর্ণ রূপে এসইও এর কাজ শেখা যাবে এবং কাজ শিখে কিভাবে কাজ করে আয় করবেন তার বিস্তারিত ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে এই ভিডিও এ। সবগুলো ভিডিও বাংলা ভাষায় এবং অত্যন্ত সহজভাবে বিস্তারিত করে তৈরি যাতে নতুনরা বুঝতে এবং কাজ শিখে কাজ করতে পারেন।

প্রত্যেকটি কাজ হাতে কলমে করে দেখানো রয়েছে ফলে আপনাকে কষ্ট করে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স করতে হবে না। ঘরে বসেই আপনি কাজ শিখতে এবং কাজ করে আয় করতে পারবেন। সাথে যে কোন সমস্যায় হেল্প পাবেন।

বেকার বসে না থেকে কাজ শিখুন, অনলাইনে আয় করুন। নিজেকে গড়ুন, দেশকে গড়তে সহায়তা করুন।

www.it-bari.com

www.facebook.com/itbari

! " # \$% & ' ,

() \$ www.facebook.com/groups/itbari

* * +, * # - 0 1 2 33

www.youtube.com/itbari

www.purepdfbook.com

“এরই মাঝে শেষ হল এই ধারাবাহিক ই-বুক এর সকল খণ্ড। আশা করি
সবার ভাল লেগেছে”

“আশা করি সবাই এখন বুঝতে পরে গেছেন ফ্রীল্যান্সিং এর শুরু এবং
নাড়ি নক্ষত্র। বইটি আমি যথেষ্ট বিস্তারিত এবং সোজা করার চেষ্টা
করেছি। ভাল লেগেছে আশা করি। এখন আপনাদের সময় হয়েছে
কাজ শেখার, কাজ শিখুন এবং অনলাইনে আয়ের দিকে আগান।”

বইটি লেখার একটাই উদ্দেশ্য ঃ বইটি লিখার একটাই উদ্দেশ্য,
এমন কিছু কথা আপনাদের বলা যা কেউ কোনদিন আপনাদের
বলবে না আর এই জিনিস গুলো যিনি নিজে কাজ করেন নাই
তিনি জানবেনও না। তাই আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে
নতুনদের জন্য আমার এই ই-বুক উপহার রইল।

=>> বইটি সম্পর্কে মতামত দিন। আমাদের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুকে
গিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত দিন। আপনাদের ফিডব্যাকই আমাদের
অনুপ্রেরণা।

আমাদের ওয়েবসাইট- <http://it-bari.com>

ফেসবুক পেইজ- <http://facebook.com/itbari>

ফেসবুক গ্রুপ- <http://facebook.com/groups/itbari>

ইউটিউব চ্যানেল- <http://youtube.com/itbari>

----- আল্লাহ হাফিজ -----